জন্মদিন

সুদীপ্ত চন্দচৌধুরী

হাত রেখেছি পাথর ছুঁয়ে শরীর ছুঁয়ে
চোখের তারায় নতুন গানের দৃশ্য ভাসে
তোমার মুখে মগ্ন সকাল
বৃষ্টি বাগান নির্জনতা
সজীব হাওয়ায় নৌকো ভাসাই
নিরুদ্দেশের উজান গাঙে।

জন্মদিনে বিকেলবেলায় নদীর তীরে
হাসনুহানা গন্ধ ছড়ায় স্বপ্নছুঁয়ে
শান্ত গভীর স্নিগ্ধ জলে নিবিড় ছায়া
স্বপ্নমেদুর প্রেম পলাতক
ঘুমজড়ানো বিকেলবেলা।

একটু আগুন রেখো

সন্ধানী আলো খুঁজে খুঁজে সারাবেলা
হতাশ হয়েছে ক্লান্ত কবির চোখ—
বিষের ছোবলে নীল হয়ে গেছে দেহ
করুণা কোরো না কবি তোমাদেরই লোক।
বাড়ির বাইরে শয্যা রয়েছে পাতা
শব্দ আকুল কান্নাভেজা মাঠ—
সাদা কাগজ উড়তে উড়তে শব্দমালার দেশে
জানতে চেয়েছে, জন্মান্তরবাদ।
উত্তুরে হাওয়া কানে কানে শুধু বলে,
প্রেম সুখ মিছে, জীবন সারাৎসার—
কবি মালা পেয়েছে, ঘৃণাও পেয়েছে, পেয়েছে বিষের স্বাদ
কবি পেতে চায়, কবি ছুঁতে চায় দু'ফোঁটা অশ্রুজল।
কোনোদিন যদি ভোরের আলোয় দ্যাখো,
চিরনিদ্রায় শায়িত কাঙাল কবি—
বরফ রেখো না,
কবির জন্য একটু আগুন রেখো।

ঘরদোর-১

দুর্গা দত্ত

আলোছায়ার ভেতর থেকেই হয়ে উঠল ঘর
হতে হতেই ঘরের পায়ে অন্ধ নেমে এল
অন্ধ তখন আকাশ বাতাস শিরীষ ডালের চূড়া
পাথর বালি পড়ে রইল নদীর কঙ্কালে।

রোজ সকালে হাড় গুছোনো, শামুক-ভাঙা সাপ
হাত চালের চলন দিয়ে দিনকে গিলে খায়
শরীর জুড়ে অন্ধ নামে বল্মীকে বল্মীকে
পাথর বালি থমকে থাকে শীতের বারান্দায়।

ঘরদোর-২

কাঠামো খড় আর তাল তাল মাটি
পেরিয়ে পেরিয়ে
আমার প্রতিমা
চক্ষুদান করবার পর আমি জানি
আমার প্রতিমা নয়।

দেবী শুধু
দেবী
শত শত সহস্র প্রণামে।

পালাচ্ছি

চলেছি জলের সাথে টলমলে আলোছায়া দিন
চলেছি আগুন গিলে ঘোরতর ব্রতের যাপন
চলেছি তোমার সাথে এ জীবন মহীরুহ নয়
চলেছি আমারই সাথে গেঁড়ি-গুগলির মহাদেশে

পুরোনো ব্যাগের চেন

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বালকনি থেকে
চেয়ে দেখি

শাল মহুয়ার
জনসভায়

সে কিছু আমায়
বলতে চায়

হঠাৎ বলল:
'পুরোনো

ব্যাগের চেন
সারাবেন?'

তাকে যেই বলি:
'আমার যে নেই

কোনোই থলি'
বৈরাগী সে

পরক্ষণে
হাওয়ায় মিশে

আপন মনে
ছেড়ে গেল এই

শহরতলি।